ঈশ্বরের অনুগ্রহ দানগুলিকে বুঝুন

আত্মিক দানগুলির ব্যবহারের মৌলিক নির্দেশাবলীগুলো পৌল-তীমথি নেতা প্রশিক্ষন অধ্যয়ণ ত্রদ্র পুস্তিকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই অধ্যায়ণটির বিষয় হল, ''আপনার উপাসকমণ্ডলীর আত্মিক দান আছে''।

আপনি যদি সেটি এখন না অধ্যায়ণ করে থাকেন, তবে দয়া করে তা করুন।

১. আত্মিক অনুগ্রহ দানগুলি যে অংশে আছে বাইবেলের সেই অংশগুলি দেখুন।

নতুন নিয়মের পত্রগুলি প্রকাশ করে যে ঈশ্বর সমস্ত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদেরকে একে অন্যকে সেবা করার বিশেষ সামর্থ দান করে থাকেন। ঈশ্বর মন্ডলীগুলির জন্যেও এরূপ ব্যক্তিদের দান সরূপ প্রেরণ করে থাকেন।

ঈশ্বর দুই প্রকারের দান বিশ্বাসীদের দিয়ে প্রধান থাকেন তা **১ পিতর ৪ঃ১০ ও ১১** পদগুলিতে অন্বেষণ করুন।

''তোমরা যে যেমন অনুগ্রহ দান পাইয়াছ, তদনুসারে ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহ ধনের উত্তম অধ্যক্ষের মত পরস্পর পরিচর্য্যা কর। যদি কেহ কথা বলে, সে এমন বলুক, যেন ঈশ্বরের বানী বলিতেছে; যদি পরিচর্যা করে, সে ঈশ্বর দত্ত শক্তি অনুসারে করুক; যেন সর্ব বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন। মহিমা ও পরাক্রম যুগে যুগে তাঁহারই।''

(উত্তর ঃ পিতরের দ্বারা প্রধান যে দুইটি কর্যকলাপ ব্যক্ত হয়েছে সেগুলি হল ঃ-

১. **কথা বলা** (ঈশ্বরের সত্যকে অন্যের কাছে বলা)

২. **সেবা করা** (ঈশ্বরের প্রেমকে অপরের কাছে প্রকাশ করা)

ইফিষীয় ৪ঃ১০-১২ প্রকাশ করে যে, বিশ্বাসীদের বিভিন্ন পরিচর্য্যা কাজের জন্য তৈরী করতে, ঈশ্বর মণ্ডলীগুলিকে দান প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রেরণ করে থাকেন। **ইফিষীয় ৪ঃ১১** পদে পাঁচ প্রকারের অনুগ্রহ দানগুলিকে দেখুন ঃ

''আর তিনিই কয়েকজনকে প্রেরিত, কয়ের জনকে ভাববাদী, কয়েকজনকে সুসমাচার প্রচারক ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষা গুরু করিয়া দান করিয়াছেন, পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্য্যা কার্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়।''

(এই পাঁচ প্রকারের ব্যক্তিদের তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ)

১) **প্রেরিত।** (যারা উপাসক মন্ডলীগুলি স্থাপন করেন।)

২) **ভাববাদীগণ।** (যারা ঈশ্বরের সত্যকে প্রচার করে)

৩) **সুসমাচার প্রচারকগণ** (যারা সু-সমাচার বলেন)

৪) **পালকগণ** (যারা উপাসক মন্ডলীগুলির পালকত্ব করেন)

৫) **শিক্ষকগণ** (অন্যদেরকে যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলিকে মান্য করতে সাহায্য করেন)

রোমীয় ১২ অধ্যায় শিক্ষা দেয় যে, বিশ্বাসীরা যে অনুগ্রহ দান প্রাপ্ত হয়, সেগুলিকে তাদের সঠিক আচার আচরণের দ্বারা অপরের পরিচর্যার জন্যে ব্যবহার করা উচিত। **রোমীয় ১২ঃ৬-৮** অংশে সাতটি অনুগ্রহদানের উদাহরণকে অন্বেষণ করুন যেগুলি কিছু বিশ্বাসীদের থাকে ঃ

''আর আমাদিগকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ বর প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন সেই বর যদি ভাববানী হয় তবে আইস, বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববানী বলি; অথবা তাহা যদি পরিচর্য্যা হয়, তবে সেই পরিচর্য্যায় নিবিষ্ট হই, অথবা যে শিক্ষা দেয়, সে শিক্ষাদানে, কিম্বা যে উপদেশ দেয়, সে উপদেশ দানে নিবিষ্ট হউক; যে দান করে, সে সরল ভাবে, যে শাসন করে, সে উদ্যোগ সহকারে, যে দয়া করে, সে হৃষ্টচিত্তে করুক''।

(উত্তর ঃ সাতপ্রকারের দানের তালিকা নীচে দেওয়া হল)

১) **ভাববানী** (ঈশ্বরের সত্যকে একে অন্যের কাছে বলা যেমন ১ করিন্থিয় ১৪ঃ৩ এবং ২৪ পদে বলা হয়েছে)।

২) **সেবা করা** (১ করিন্থিয় ১২ঃ২৮ পদে এটিকে সাহায্য করা বলা হয়েছে)।

৩) **শিক্ষাদেওয়া** (বিশ্বাসীদের একে অন্যকে সেবাকরার জন্য প্রস্তুত)

৪) **উপদেশ প্রদান** (উৎসাহ প্রদান এবং সংশোধনের জন।)

৫) **উদারভাবে দান করা।**

৬) **দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দেওয়া।** (শুরু করা অথবা পালের বা পরিচর্যা কার্যের তত্ত্বারধান করা এবং বিশ্বাসীদের একত্রে সমন্বয়ের সহিত কার্য করতে সাহায্য করা)।

৭) **হৃষ্টচিত্তে দয়ার কার্যকরা।**

একই দেহ হিসাবে বিভিন্ন দানগুলিকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায় দেখায়। **১ করিন্থীয় ১২ঃ৮-১০ এবং ১৮** পদে অন্যান্য আরো সেই দানগুলিকে খুঁজুন যেগুলি উপরের তালিকায় দেওয়া নেই।

''কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য, আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর একজনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ দান। আর এক জনকে পরাক্রম কার্য সাধন গুন, আর এক জনকে ভাববানী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানবিধ ভাষা কহিবার শক্তি এবং আর একজনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়।''

''আর ঈশ্বর মন্ডলীতে প্রথমতঃ প্রেরিতগণকে, দ্বিতীয়তঃ ভাববাদিগণকে, তৃতীয়তঃ উপদেশকগণকে স্থাপন করিয়াছেন; তৎপরে নানবিধ পরাক্রমকার্য, তৎপরে আরোগ্য সাধক অনুগ্রহ দান, উপকার, শাসন পদ, নানাবিধ ভাষা দিয়াছেন।'' (১২ঃ২৮)

১ করিন্থিয় ১২ অধ্যায়ের অন্যান্য অনুগ্রহ ভাববানী মূলক দানগুলি হল প্রজ্ঞার বাক্য।

(অন্যদের ঈশ্বরের সত্যকে ব্যবহার করতে সাহায্য করা।)

জ্ঞানের বাক্য (ঈশ্বরের সত্যকে বোঝার জন্য অন্যদেরকে সাহায্য করা)

পরভাষা (পরভাষা প্রার্থনা করা, গান গাওয়া অথবা ভাববানী বলা।)

পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করা (কারর পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করা।)

১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে অন্যান্য অনুগ্রহ এবং দানগুলি।

বিশ্বাস (ঈশ্বর যে তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলি রাখবেন সে বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়।)

আরোগ্যতা সমূহ (দলের সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা।)

অলৌকিক কার্যসমূহ (লোকদের যা অভাব আছে ঈশ্বর তা যোগাবেন এই জন্য প্রার্থনা করা)

আত্মাদের চিনে নেওয়ার ক্ষমতা (মন্দ আত্মাগুলি এবং তারা যে সমস্ত ছলনাকারী আধ্যাত্মিক আচরণ সৃষ্টি করে তা চিনতে পারা।)

পরিচালনা সমূহ (কর্মপরিকল্পনা সমূহ এবং সমন্বয় সাধনের পুঙ্খানুপুঙ্খতার ব্যবস্থাপনা করা।)

কিছু কিছু কথা বলার এবং সেবা করার দানগুলি এবং কোন কোন সময় এগুলি লোকেরা যাতে বিশ্বাস করে সেজন্য ঈশ্বরের পরাক্রমের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের চিহ্নরূপ দানগুলির মধ্যে পরভাষা (১ করিন্থীয় ১৪ঃ২২) পরভাষার অর্থের অর্থকরা আরোগ্যতা এবং অন্যান্য অলৌকিক কাজগুলি অর্ন্তভুক্ত হতে পারে।

নতুন নিয়মে স্পষ্টরূপে অনুগ্রহ দান হিসাবে বলা না হলে ও কিছু শিক্ষক এগুলিকে দান রূপে বিবেচনা করে থাকেন ঃ

কুমারব্রত (সংযম এবং বিবাহ থেকে দূরে থাকা। মথি ১৯ঃ১০)

বিবাহ (১ করিন্থীয় ৭ঃ৭)

অতিথিপরায়ণতা (রোমীয় ১২ঃ১৩)

স্বাসক্ষমতা (সুসমাচার প্রচার করার জন্য মৃত্যুবরণ করার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া)

পরিশেষে ঈশ্বরের অনুগ্রহদানগুলিকে আমরা তিনটি সাধারণ বিভাগে শ্রেনী বিন্যাস করতে পারি।

সেই সমস্ত দানগুলি যারা বিশ্ববাসীদের ঈশ্বরের সত্য বাক্যকে বলতে সাহায্য করে।

সেই সমস্ত দানগুলি যারা বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের শক্তি পরিচর্য্যা কাজ করতে সাহায্য করে।

সেই সকল চিহ্নরূপ দানগুলি যারা ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতাকে প্রকাশ করে এবং তার দ্বারা লোকেদের বিশ্বাস করতে সাহায্য করে।

পরীক্ষা - নীচে দত্ত দানগুলি উপরে তিনটি বিভাগে কোনগুলিতে সাধারণ ভাবে মিলছে তা বের করুন।

১। শিক্ষা

২। করুনা দেখানো

৩। সাহায্য করা

৪। উপদেশ

৫। পরভাষা

৬। অতিথি পরায়ণতা।

ভুউত্তর ঃ ১৭বলা, ২৭পরিচর্য্যা করা, ৩৭পরিচর্য্যা করা, ৪৭বলা, ৫৭চিহ্ন (১ করিন্থীয় ১৪ঃ২২), ৬। পরিচর্য্যা করাৰ

তাঁর বাক্যে উল্লেখিত অনুগ্রহ দানগুলি ছাড়াও যখন অন্যান্য পরিস্থিতি, কিছু বিশেষ ধরনের প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি করে তখন ঈশ্বর অন্যান্য এমন দানসমূহ দিয়ে থাকেন যেগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়নি।

২. অনুগ্রহ দান সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে প্রস্তুত হন।

যদি আপনার ইতি মধ্যেই জানা না থাকে তবে অনুগ্রহ করে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর বাইবেলে অন্বেষণ করুন।

সাধারণ প্রশ্নসমূহ এবং ভুল ধারনাগুলি	**উত্তরসমূহ অন্বেষণ করুন**
প্রত্যেক বিশ্বাসীর কি ঈশ্বর দত্ত অনুগ্রহ দান থাকে?	রোমীয় ১২ঃ৬
একজন বিশ্বাসীর কি একাধিক অনুগ্রহ দান থাকতে পারে?	প্রেরিত ৬ঃ৩, ৮ এবং ১০
কোন্ বিশ্বাসীকে কি দান দেওয়া হবে তা ঈশ্বর কিভাবে নিরুপণ করেন?	১ করিন্থীয় ১২ঃ১১
প্রেরিত পৌল, যিনি করিন্থীয় পত্র লিখেছিলেন, তিনি কি প্রতি বিশ্বাসীই যেন পরভাষায় কথা বলে, তা প্রত্যাশা করেছিলেন?	১ করিন্থীয় ১২ঃ৩০
উপরে তালিকাভুক্ত কোন্ গুন অথবা দানগুলি প্রাচীনদের প্রয়োজন?	১ তীমথিয় ৩ঃ২
পরিচারকদের শাস্ত্র অনুযায়ী যদি তাদের দায়িত্বগুলি পূর্ণ করতে হয় তবে তাদের কোন্ দানগুলি অবশ্যই থাকা উচিত?	প্রেরিত ৬ঃ১-৬
আমাদের কি আরও মহৎ অনুগ্রহ দান সমূহের সন্ধান করা উচিত?	১ করিন্থীয় ১২ঃ৩১
করিন্থীয় বিশ্বাসীদের প্রতি পৌল, কোন "বিশেষ" দানকে ব্যবহারের জন্য বিনতী করেছেন?	১ করিন্থীয় ১৪ঃ১-৪
নতুন নিয়মে, ভাববানী বলার তিনপ্রকারের উদ্দেশ্যগুলি কি কি?	১ করিন্থীয় ১৪ঃ৩
যে কোনও অনুগ্রহদানের থেকেও কি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ?	১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়

উত্তরঃ

১। হ্যাঁ।
২। হ্যাঁ।
৩। তাঁর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে।
৪। না।
৫। আতিথেয়তা এবং শিক্ষা।
৬। সেবা অথবা সাহায্য করা।
৭। হ্যাঁ।
৮। ভাববানী, যা গেঁথে তোলা, অনুযোগ অথবা সান্ত্বনা দেবার জন্যে দেওয়া হয়েছে।
৯। গেঁথে তুলতে, পরামর্শ এবং সান্ত্বনা দিতে।
১০। প্রেম।

৩. বিভিন্ন অনুগ্রহ দানের সঠিক উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া।

ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বাসীকেই অনুগ্রহ দান দিয়ে থাকেন। বিশ্বাসীরা কে কি দান প্রাপ্ত হয়েছে তা জানার প্রয়োজন সব সময় হয় না। কিন্তু সমস্ত বিশ্বাসী যেন প্রেমে একে অপরের সেবা করে সেটাই হল সবথেকে প্রয়োজনীয় (রোমীয় ১২ অধ্যায়)। কিছু বিশ্বাসী উপাসক মন্ডলীতে প্রশিক্ষক হিসাবে থাকেন। ঈশ্বরের বাক্যকে ক্ষমতাসহ বলেন আবার লোকেরা ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলির সেবাতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন, আবার হয়ত অলৌকিক কাজ করে থাকেন।

ক. প্রত্যেক প্রকারের দানগুলির এক একটি উদ্দেশ্য আছে।

কথা বলার দান ("ভাববানী") ঈশ্বরের সত্যকে বলা, যাতে লোকদের তাঁর প্রতি বিশ্বাস করতে এবং বাধ্য হতে সাহায্য করা যায়।

শিক্ষাদান কি ভাবে ঈশ্বরকে মান্য করতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষকরা লোকদেরকে ব্যাখ্যা করেন।

উপদেশ দান উপদেশ দানকরা লোকদের কে উৎসাহ প্রদান করেন, শক্তিশালী করেন ও গড়ে তোলেন।

বিশ্বাস ঃ এই দানটি যাদের আছে তারা অপরকে বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করেন এবং ঈশ্বর লোকদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের উপাসক মন্ডলীর দ্বারা কি করতে চান সে বিষয়ে ঈশ্বরের দর্শনকে প্রাপ্ত হতে সাহায্য করেন।

সেবাকারী দানসমূহ ঃ (''পরিচর্য্যা'') ঈশ্বরের ব্যক্তি সহকারে লোকদের কে করুনা প্রদানের জন্য।

নেতৃত্ব প্রদান এবং প্রশাসনিক ঃ নেতারা লোকদেরকে একত্রে কার্য করতে সাহায্য করেন।

ক্ষমা প্রদর্শন ঃ ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়া অন্যদের প্রয়োজন সমূহকে ব্যবহারিক ভাবে যুগিয়ে থাকেন।

''চিহ্ন রূপ'' দান সমূহ ঃ (অলৌকিক কার্য্য) লোকেরা যাতে বিশ্বাস করে সেজন্য ঈশ্বরের পরক্রামকে দেখানোর জন্য।

''আত্মাদের চিনে নেওয়া'' ঃ এই ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সত্য এবং ভুলকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করতে সমর্থ থাকেন।

''আরোগ্যতা'' ঃ আরোগ্যকারীরা লোকদের শারীরিক এবং আবেগজনিত সুস্থতা আনয়ণ করেন।

পরভাষা এবং পরভাষার অনুবাদ - কিছু ব্যক্তি এমন ভাষায় প্রার্থনা করেন বা বার্তাদেন যা অন্যদের কাছে বোধগম্য হয়না এবং যদি তারা একদল লোকের মধ্যে তা বলেন, তবে অন্যরা সেটিকে লোকদের বোধগম্য ভাষায় তা অনুবাদ করে দেন।

ভাববানী ঃ ভাববানী, যদিও বলা হয়েছে, তথাপি এটিও একটি বিশ্বাসীদের কাছে চিহ্ন। (১ করিন্থীয় ১২ঃ২২)।

খ. প্রতি প্রকারের দান প্রাপ্ত ব্যক্তিদের করার জন্য কাজ আছে।

যে ব্যক্তিরা বলেন ঃ-

ভাববাদীগণ ঃ ভাববাদীরা সেই বার্তাকে প্রচার করেন, যা দ্বারা লোকেরা বিশ্বাসের পথে পরিচালিত হয়।

সুসমাচার প্রচারকগণ ঃ যীশুর সুসমাচারকে পুনঃ পুনঃ ব্যক্তি করেন।

শিক্ষকগণ ঃ যীশুর আজ্ঞাগুলিকে কিরূপে মেনে চলতে হয়, সে বিষয়ে এঁরা নির্দেশ দান করে থাকেন।

সেবাকারী লোকেরা -

প্রেরিতগণ ঃ প্রেরিতগণকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করা হয় যাতে তারা সে সব জায়গায় নতুন উপাসকমন্ডলী প্রস্তুত করেন এবং তাদের নেতাদের প্রশিক্ষিণ দেন।

পালকগণ ঃ পালকগণ উপাসকমন্ডলীগুলিকে এক কুটীর সহভাগীতাগুলিকে পরিচালনা এবং খাদ্য দান করে থাকেন।

গ. প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে তাদের দানগুলিকে ব্যবহারের বিষয়ে নেতারা সাহায্য করে থাকেন।

ছোট দলের মধ্যে যখন লোকেরা একে অন্যকে সেবা করতে থাকে তাদের অনুগ্রহ দানগুলি সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় এবং অন্যরা তা চিনতে পারে। নতুন বিশ্বাসীদের সেবা কাজ করা থেকে বিরত করবেন না।

একে অন্যকে সেবা করার ব্যাপারে প্রত্যেক বিশ্বাসীকে তাদের অনুগ্রহ দানগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ দিন। এটা করার জন্য আদর্শ হল ছোট দলগুলি। কেবল মাত্র প্রতিভাযুক্ত ব্যক্তিদের বাক্য শোনার দ্বারা পবিত্র আত্মার কার্যকে সীমাবদ্ধ করবেন না।

যখন তারা তাদের অনুগ্রহ দানগুলিকে ব্যবহার করছে তখন লোকদের সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিন যে, তাদের অবশ্যই অন্যদের প্রতি প্রেম থাকে। বিশ্বাসীরা যখন ক্রোধান্বিত হয় অথবা তারা যখন প্রেম করতে ব্যর্থ হয় তখন তাদের অনুগ্রহ দানগুলি লোকদের ক্ষতি করতে পারে।

তাদের নিজ নিজ অনুগ্রহ দান অনুযায়ী লোকদেরকে উপাসকমন্ডলী এবং কুটীর সহভাগীতার পরিচর্য্যা এবং অফিসের দায়িত্বগুলি গ্রহন করতে দিন। লোকদেরকে এমন কোনও কাজে নিযুক্ত করবেন না, যে কাজের জন্য তারা দান প্রাপ্ত নয়।

প্রাচীনদের বলার এবং অধ্যক্ষদের সেবার দান থাকা উচিত।

পরিচয্যাকারী দলগুলি এবং ছোট দলগুলিতে বিভিন্ন এমন অনুগ্রহ দান প্রাপ্ত সদস্য-সদস্যাদের থাকা উচিত। যাতে পবিত্র আত্মা সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন। একই অনুগ্রহ দান প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে দল গঠন করাকে এড়িয়ে চলুন।

বিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বর কি দান দিয়েছেন, তা তাদেরকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করার জন্য, তাদেরকে বাইবেলের সেই সমস্ত চরিত্রের সাথে নিজেদের তুলনা করতে বলুন যারা ঈশ্বরের দানগুলির ব্যাপারে আর্দশ স্থাপন করেছেন। তাদেরকে বাইবেলের সেই সমস্ত চরিত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে বলুন, যাদের গুনাবলি অথবা ক্ষমতাকে তারা প্রচন্ড ভাবে অনুকরণ করতে ইচ্ছা পোষন করে। বিশ্বাসীদের সেই চরিত্রগুলির গল্প বলুন এবং তাদের জিজ্ঞাসা করুন কোনগুলির সাথে তারা নিজেদেরকে সার্বিক ভাবে চিহ্নিত করতে পারছ এবং কেন। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

বাইবেলের নকসা

সেবা ঃ নহিমিয় ৩ এবং ৬ঃ১৫-১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত লোকেরা যেভাবে যিরূশালেমের চতুর্দিকে প্রাচীর মেরামতির কাজে অংশগ্রহন করেছিল সে ভাবে সেবা কর। (আপনি কি প্রত্যয়ের সাথে নিজেকে তাদের সাথে চিহ্নিত করতে পারেন?)

দান ঃ দায়ুদের লোকদের যা প্রয়োজন ছিল সে ব্যাপারে অবিগল যেমন মুক্তহস্তে দান করেছিলেন ১১ শমূয়েল ২৫, সে ভাবে দান কর (১ করিন্থীয় ৯ অধ্যায় প্রদান করার উপর পথনির্দেশিকাগুলি দেখুন।

উৎসাহদান (উপদেশ) ঃ প্রেরিত ২০ঃ১৭-৩৮ অংশে ইফিষীয় প্রাচীনদের প্রতি পৌল যেমন করেছিলেন তেমন ভাবে করুন।

দয়াপ্রদর্শন ঃ লূক ১০ঃ৩০-৩৫ অংশে দয়ালু শমরীয় যেমন দয়া দেখিয়ে ছিলেন দয়া প্রদান কর। মথি ২৫ঃ৩১-৪৬ তদ্রপ এবং প্রেরিত ৬ঃ১-৭, অংশে এই দানটির ব্যবহারের বিষয় পথনির্দেশিক অন্বেষণ করুন।

ভাববানী ঃ যিরমিয় যেমন লোকদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার ব্যপারে উদ্দিপনা জাগানো বার্তাসমূহ দিয়েছিলেন সেইরূপ ভাবে ভাববাণী বলুন। যিরমিয় ১ অধ্যায় ১ করিন্থীয় ১৪ঃ৩-৪ পদ গুলিতে নতুন নিয়মে এই দানটির উদ্দেশ্যগুলি অন্বেষণ করুন।

শিক্ষাদান ঃ নহিমিয় ৮ অধ্যায় ইষ্রা যেভাবে ঈশ্বরের বিধিকে লোকদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন সেইভাবে শিক্ষা দান করুন। শিক্ষা প্রদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানতে ইফিষিয় ৪ঃ১১-১৬ পদগুলি দেখুন।

পরিচালনা (পরিচারকীয় নেতৃত্বদান) ঃ মথি যেরূপে অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের এবং যিহোশূয় ও তার সেনাদলকে যেমন সাহায্য করেছিলেন তদ্রুপভাবে পরিচালনা করুন। যাত্রা পুস্তক ১০ঃ১৩-২৬ এবং যিহোশূয় ৪-৬ অধ্যায়।

প্রজ্ঞার সাথে পরামর্শ করুন ঃ ১ রাজাবলী ৩ অধ্যায়ে শলোমন যেরূপ করেছিলেন।

জ্ঞান ঃ প্রাচীর পরীক্ষাকরার পর নহিমিয় যেমন করেছিলেন অথবা বিরয়ার লোকেরা বাক্যের প্রতি যেরূপ করেছিল সেইরূপ ভাবে পারিপার্শিক বিষয়ে বিবেচনা করে কার্য করুন। নহিমিয় ১ঃ১১-২০ এবং প্রেরিত ১৭ঃ১০-১২।

সাহায্য ঃ আক্কিল্লা এবং প্রিষ্কিল্লা যেমন পৌল এবং আপল্লোর প্রতি করেছিল তেমন ভাবে করুন। (প্রেরিত ১৮ঃ১-৫; ২৪-২৮)

একজন প্রেরিতরূপে যান (প্রেরণ করা হয়েছে অথবা মিশনারী) ঃ যোনা যেমন জলের মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, সেই একই ভাবে পৌল এবং বার্ণবা প্রেরিতরূপে গেছিলেন (প্রেরিত ১৩-১৪)। রোমীয় ৫ঃ২০-২১ পদে পৌলের প্রধান মিশনারী নীতির নির্দেশকাগুলি দেখুন।

Copyright 2004 © by Paul-Timothy. May be freely copied. Download from www.Paul-Timothy.net